



## 49014 - ঈদরে কছি বধিবিধান ও ঈদে পালনীয় কছি সুন্নত

প্রশ্ন

আমি ঈদে পালনীয় কছি সুন্নত ও বধিবিধান জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা ঈদরে জন্য কছি বিধান দিচ্ছেন; সগেলের মধ্যে রয়েছে:

এক:

ঈদরে রাতে তাকবীর দেওয়া মুস্তাহাব। রমযান মাসরে সর্বশেষে দিনে সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে ঈদরে নামাযের ইমাম ঈদগাহে হাযরি হওয়া পর্যন্ত। তাকবীরের শব্দাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ:

**الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد**

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ)(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।)

কথিবা 'তাকবীর' তনিবার উচ্চারণ করে এভাবেও বলতে পারেন:

**الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله . والله أكبر ، الله أكبر ، والله الحمد**

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ)(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।)

সবটাই জায়যে।



ব্যক্তির উচতি হাটবোজারে, মসজিদে-নামাযের স্থানে ও বাড়ীঘরে এ যকিরি দিয়ে তার ধ্বনিকে উচ্চকতি করা। তবে নারীরা তাকবীর দেওয়ার সময় তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চকতি করবে না।

দুই:

ঈদরে নামাযের উদ্দেশ্যে বরে হওয়ার আগে বজেডে সংখ্যায় খজের খয়ে বরে হবে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতিরেরে দনি প্রতযুষে বজেডে সংখ্যায় খজের খয়ে তারপর বরে হতনে। বজেডে সংখ্যায় খতে হবে যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমল করছেন।

তনি:

সবচয়ে ভাল পোশাক পরধান করবে। এটি পুরুষদেরে জন্য। নারীরা ঈদগাহে যাওয়ার সময় সুন্দর পোশাক পরে বরে হবে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: (وَلِيُخْرِجَنَّ نَفْلَاتٍ) অর্থাত্ তারা সাধারণ পোশাকে বরে হবে; আকৃষ্টকারী কোন পোশাকে নয়। কোন নারী সুগন্ধি মখে ও আকৃষ্টকারী হয়ে বরে হওয়া হারাম।

চার:

কোন কোন আলমে ঈদরে নামাযেরে জন্য গোসল করাকে মুস্তাহাব বলছেন। কনেনা কিছু কিছু সালাফ থেকে এটি বরণতি আছে। ঈদরে জন্য গোসল করা মুস্তাহাব; যমেনভাবে জুমার নামাযে মানুষেরে সম্মিলনেরে জন্য গোসল করার বধিান রয়েছে। যদি কটে গোসল করনে তাহলে সটো ভাল।

পাঁচ:

ঈদরে নামায আদায় করা। ঈদরে নামায আদায় করা শরয়িতরে বধিান মর্মে সকল মুসলমান ইজমা (একমত পোষণ) করছেন। কারো কারো মতে, এটি সুন্নত। কটে কটে বলছেন: এটি ফরযে কফিয়া। আবার কটে কটে বলছেন: ফরযে আইন; যবে ব্যক্তি এটি বর্জন করবে সে গুনাহগার হবে। এ অভিমতেরে পক্ষেরে তারা দললি দনে যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনকি অন্তপুরবাসিনী কশিরৌ, অববাহতি তরুণী এবং যাদেরে বাহরিরে বরে হওয়ার অভ্যাস নহে তাদেরকো ঈদগাহে হায়রি হওয়ার নরিদশে দিয়েছেন। হায়যেগ্রস্তু নারীরা নামাযেরে স্থান থেকে দূরে থাকবে। যহেতে হায়যে অবস্থায় নামাযেরে স্থানে অবস্থান করা জায়যে নয়। যদিও নামাযেরে স্থান দিয়ে গমন করা জায়যে; কনিতু অবস্থান করা জায়যে নয়। দললিগুলো থেকে অগ্রগণ্যতা পাচ্ছে যবে, ঈদরে নামায ফরযে আইন। কোন ওজর না থাকলে ঈদরে নামাযে হায়রি হওয়া প্রতযকে পুরুষ ব্যক্তিরে উপর ওয়াজবি। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়ীর অভিমত।

ইমাম প্রথম রাকাতেরে সূরা 'আ'লা' পড়বনে, দ্বিতীয় রাকাতেরে সূরা 'গাশিয়া' পড়বনে কথিবা প্রথম রাকাতেরে সূরা 'ক্বাফ' পড়বনে,



দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'ক্বামার' পড়বনে। উভয় পদ্ধতির পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিস রয়েছে।

ছয়:

যদি জুমা ও ঈদ একই দিনে একত্রিত হয় তখন ঈদরে নামায আদায় করা হবে এবং জুমার নামাযও আদায় করা হবে; যমেনটা প্রমাণ করে নুমান বনি বাশরি (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, যে হাদিসটা ইমাম মুসলিমি তার 'সহিহ' গ্রন্থে রেওয়াজে করেছেন। তবে যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ঈদরে নামায আদায় করেছেন তিনি চাইলে জুমার নামাযে হায়রি হতে পারেন। আর চাইলে যোহররে নামায পড়তে পারেন।

সাত:

অনকে আলমেরে মতে, কটে যদি ইমামেরে আগে ঈদগাহে উপস্থিত হয় তাহলে সে বসে পড়বে; দুই রাকাত নামায পড়বে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দুই রাকাত নামায পড়েনে; এর আগে বা পরে কোন নামায পড়েননি।

আর কিছু আলমেরে মতে, কটে যদি ঈদগাহে আসে তাহলে তিনি দুই রাকাত নামায না পড়ে বসবেন না। কেননা ঈদগাহ একটি নামাযের স্থান তথা মসজিদ। এর দলিল হচ্ছে হাযেগ্রসত নারীদরেককে সেখানে অবস্থান করতে বারণ করা। সুতরাং ঈদগাহেরে জন্য মসজিদে হুকুম সাব্যস্ত হল। এটা প্রমাণ করে যে, ঈদগাহ একটি মসজিদ। অতএব, ঈদগাহও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: "যদি তোমাদেরে কটে মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেনে দুই রাকাত নামায না পড়ে না বসে" এর সাধারণ হুকুমেরে অধিকৃত হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে নামাযেরে আগে ও পরে নামায না পড়ার কারণ হল যখন তিনি হায়রি হয়েছেন তখনই তিনি ঈদরে নামায পড়ানো শুরু করেছেন। অতএব, ঈদগাহেরে জন্য তাহযিয়াতুল মসজিদ সাব্যস্ত হল যথোবে সকল মসজিদে জন্য সাব্যস্ত। আরও কারণ হল, আমরা যদি বলি ঈদরে নামাযেরে মসজিদে জন্য 'তাহযিয়া' নই তাহলে আমাদেরকে এটাও বলতে হবে যে, জুমার নামাযেরে মসজিদে জন্য 'তাহযিয়া' নই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই জুমার মসজিদে হায়রি হতেন সাথে সাথে খোতবা দেওয়া শুরু করতেন। এরপর দুই রাকাত নামায পড়ে চলে যেতেন। বাসায় গিয়ে জুমার সুন্নত নামায আদায় করতেন। জুমার নামাযেরে আগেও তিনি কোন নামায পড়তেন না, পরেও পড়তেন না।

আমার কাছে যে অভিমতটি অগ্রগণ্য সটেইল: ঈদগাহেও তাহযিয়াতুল মসজিদ পড়া হবে। তবে তা সত্ববেও এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে আমরা কটে যেনে কাউকে বাধা না দই। যহেতে মাসয়ালারটি মতবিরোধপূর্ণ। মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালায় বাধা দেওয়া চলে না। কেবল কক্ষেত্রে চলে যে ক্ষেত্রে দলিল একবোরসে সুস্পষ্ট। অতএব, যে ব্যক্তি নামায পড়ল আমরা তাকেও বাধা দবি না। আর ব্যক্তি বসে গেলে আমরা তাকেও বাধা দবি না।



আট:

ঈদুল ফতিরেরে বধিানাবলীর মধ্যে রয়ছে যাকাতুল ফতির (ফতির) ফরয হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে নামাযেরে আগহে ফতির পরশিোধ করার নরিদশে দয়িছেনে। ঈদরে একদিনি বা দুইদিনি আগে ফতির পরশিোধ করা জায়যে। দললি হচ্ছে ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদসি যা ইমাম বুখারী সংকলন করছেনে: "তারা (সাহাবায়েরে) ঈদরে একদিনি বা দুইদিনি আগে দয়িে দতিনে"। যদি কটে ঈদরে নামাযেরে পরে পরশিোধ করে তাহলে সটো সাদাকাতুল ফতির (ফতির) হিসেবে আদায় হবে না। যহেতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসি এসছে: "যে ব্যক্তি নামাযেরে আগে আদায় করছে সটো 'মকবুল ফতির'। আর যে ব্যক্তি নামাযেরে পরে আদায় করছে সটো (সাধারণ) সদকাসমূহেরে মধ্যে থেকে একটা সদকা।" তাই ফতির আদায়ে ঈদরে নামাযেরে চয়ে বেশি বলিম্ব করা হারাম। যদি কটে কোন ওজর ছাড়া বলিম্ব করে তাহলে সটো 'মকবুল ফতির' নয়। আর যে ব্যক্তিরি কোন ওজরেরে কারণে বলিম্ব হয়ে গছে যমেন- সে ব্যক্তি সফরে থাকায় তার কাছে ফতির আদায় করার মত কিছু ছিলি না; কিংবা কাকে দবি এমন কাউকে পায়নি, কিংবা সে নরিভর করছে তার পরবার আদায় করবে আর তার পরবার নরিভর করছে যে সে আদায় করবে— এমন ব্যক্তি যখনই তার সুযোগ হয় তখনই আদায় করে দবি। এমনকি এতে যদি নামাযেরে পরেও হয় তবুও তার গুনাহ হবে না। যহেতে সে ওজরগ্রস্ত।

নয়:

এক অপরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা। তবে এ ক্ষতেরে কিছু শরয়িত গ্রহতি কাজ অনকে মানুষেরে পক্ষ থেকে ঘটতে থাকে। সটো হল পুরুষেরো বাসায় এসে মাহরাম কারো অনুপস্থতিতে মহলিাদরে বপের্দা অবস্থায় তাদরে সাথে মুসাফাহা করা। এতে সংঘটিতি গ্রহতি কাজ একটির চয়ে অপরটি জঘন্য।

আমরা এটাও পাই য়ে, কটে যদি নারীদরে সাথে মুসাফাহা করা থেকে বরিত থাকে কিছু কিছু মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে। অথচ তারাই হচ্ছে অন্যায়কারী; সে ব্যক্তি নয়। তারাই হচ্ছে সম্পর্ক ছিনিকারী; সে ব্যক্তি নয়। তবে তার উচতি তাদরেকে বধিান বলে দেওয়া এবং নশ্চতি হওয়ার জন্য নরিভরযোগ্য আলমেদরেকে জিজ্ঞেসে করার পরামর্শ দেওয়া এবং তাদরে এ বিষয়েও দকিনরিদশেনা দেওয়া য়ে, বাপদাদার প্রথা ধরে রাখার জন্য রাগ করা ঠকি না। কনেনা কোন প্রথা হালালকে হারাম করতে পারে না; কিংবা হারামকে হালাল করতে পারে না। তার উচতি তাদরে কাছে এ কথা তুলে ধরা য়ে, যদি তারা এটি করে তাহলে তাদরে অবস্থা ঐ সকল ব্যক্তিরে মত যাদরে কথা বর্ণনা করতে গয়িে আল্লাহ তাআলা বলেন: "এমনভাবে আপনার পূর্বে আমি যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করছি, তখনই তাদরে বতিতশালীরা বলছে: নশ্চয় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শে পয়েছি এবং আমরা তাদরেই পদাংক অনুসরণ করে থাকব।"[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ২৩]

কিছু কিছু মানুষেরে ঈদরে দিনি কবর য়িয়ারত করা ও কবরবাসীকে ঈদরে শুভেচ্ছা জানানোর অভ্যাস রয়ছে। কবরবাসীদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর কিছু নই। তারা তো রযোও রাখনে, নামাযও পড়নে।



কবর য়ি়ারত ঈদরে দিনি বা জুমার দিনি বা অন্য কোনে দিনিৰে সাথে খাস কছি নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে য়ে, তিনি রাতরে বলোয়ও কবর য়ি়ারত করছনে। য়মেনটি সহি মুসলমি সংকলতি আয়শো (রাঃ) এর হাদসি সাব্যস্ত হয়ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা কবর য়ি়ারত কর, কারণ কবর য়ি়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করয়ি়ে দিয়ে"।

কবর য়ি়ারত ঈকটি ইবাদত। কোনে ইবাদত শরয়িত মতোবকে না হলে শরয়িতে সটো অনুমোদনহীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর য়ি়ারতরে জন্য ঈদরে দিনিকে খাস করনেনি। সুতরাং কবর য়ি়ারতরে জন্য ঈদরে দিনিকে খাস করা উচিত নয়।

দশ:

ঈদরে দিনি পুরুষরো পরস্পর য়ে কলোকুলি করে ঈতে কোনে অসুবধি নই।

ঈগার:

ঈদরে নামায়রে জন্য ঈক রাস্তা দিয়ে বরে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণে ঈপর রাস্তা দিয়ে ফরেত আসার শরয়ি বিধান রয়ছে। ঈটি ঈদরে নামায় ব্যতীত অন্য কোনে নামায়রে ক্ষতেরে প্রয়য়োজ্য সুন্নত নয়; জুমার নামায়রে ক্ষতেরেও নয়; অন্য কোনে নামায়রে ক্ষতেরেও নয়। বরং ঈটি ঈদরে নামায়রে সাথে খাস। [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৬/২১৬-২২৩) সংক্ষপে সংকলতি]